সমকাল

29 MAY 2017

## জাহাঙ্গীরনগরে অস্থিরতা

# শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে কেন?

সড়ক দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীরনগরের দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর জের ধরে বিক্ষোভ, ভাংচুর ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধের পুরো ঘটনাপ্রবাহ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। আমরা জানি, ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে সংযোগকারী মহাসড়কের পাশে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আগেও দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। এর জের ধরে ক্যাম্পাসে ও সড়কে বিক্ষোভ এমনকি অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার নজিরও রয়েছে। কিন্তু এবার যেভাবে বিক্ষোভকারীরা উপাচার্যের বাসভবনে ঢুকে ভাংচুর চালিয়েছে এবং তাদেরকে পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে, তার নজির রয়েছে কি? আমরা মনে করি, এভাবে মহাসড়কে দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীর মৃত্যু অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পদচারী সেতু ও গতিরোধক বাড়ানোর পরও কেন দুর্ঘটনা কমছে না, তা খতিয়ে দেখার দাবি রাখে। ওই এলাকায় ট্রাক ও বাসচালকদের বাড়তি সতর্কতা জরুরি। এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অসতর্কতাও দায়ী কি-না, ভেবে দেখা দরকার। বিক্ষোভের পাশাপাশি এসব বিষয়েও সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিতে পারে শিক্ষার্থী ও ছাত্র সংগঠনগুলো। শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষও এড়াতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুই পক্ষকেই আমরা দায়িত্বহীন ভূমিকায় দেখেছি। বিক্ষোভ প্রদর্শন ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অবশ্যই শিক্ষার্থীদের অধিকার। কিন্তু তার জের ধরে উপাচার্যের বাসভবনে জোরপূর্বক প্রবেশ ও ভাংচুর মেনে নেওয়া যায় না। আবার কর্তৃপক্ষ যেভাবে সেখানে উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে, তাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ স্পষ্টতই অভিভাবকসুলভ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতির সামাল দিতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ও শিক্ষার্থীদের হল ছেড়ে দেওয়ার যে নির্দেশ জারি করা হয়েছে, তাও কাম্য নয়। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে, বাড়বে অনেক শিক্ষার্থীর হয়রানি। আমরা মনে করি, কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া। তারও আগে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থী কেউ কারও প্রতিপক্ষ নয়। উভয় পক্ষের সহযোগিতা, সতর্কতা ও সচেতনতাই পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঝুঁকি কমাতে।